NOV. 28 2001

যুগান্তর

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩ ...

ছাত্রদল-ছাত্রলীগ সহাবস্থান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলসমূহে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করিবার ব্যাপারে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মধ্যে মতৈক্য হইয়াছে মর্মে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত খবরে দেশবাসী স্বস্তিবোধ করিতেছে। গত রবিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সিনেট কক্ষে উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরীর সভাপতিত্বে বিশ্ববিদালয় কর্তৃপক্ষ, ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের এক বৈঠকে এই মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ এবং ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের নমনীয় মনোভাবকে সাধুবাদ জানাই। তবে অতীত অভিজ্ঞতা সুখকর নহে বিধায় আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, বৈঠকে মতৈক্য হওয়া আর সেই ঐকমত্য বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করিবার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রহিয়া গিয়াছে। একটি বিষয় সকলের উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলিতে দলীয় আনুগত্য নির্বিশেষে ছাত্রদের অবস্থান নির্বিঘ্ন করিবার জন্য বৈঠক ডাকিতে হইতেছে এবং সেই বৈঠকের ইতিবাচক সিদ্ধান্তসমূহ যাহাতে ভণ্ডুল হইয়া না যায় তাহার জন্য সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় লিখিতে হইতেছে, এই ব্যাপারটি কাহারও পক্ষে সম্মানজনক নহে। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত খবর এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ সত্য হইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি আবাসিক হল যেন অস্ত্রের গুদামে পরিণত হইয়াছে। যে কোন মুহূর্তে যে কোন কারণে বারুদে আগুন লাগিয়া লঙ্কাকাণ্ড ঘটিয়া যাইতে পারে। দেশের অন্যতম শীর্ষ বিদ্যাপীঠের ছাত্ররা পরস্পরকে একহাত দেখিয়া লইবার জন্য অস্ত্রের পাহাড় গড়িয়া তুলিয়াছে, ইহা ভাবিতেও কষ্ট হয়। ছাত্রসংগঠনের সদস্যদের এই যুদ্ধংদেহী মনোভাবের সুযোগ লইয়া সশস্ত্র ক্যাডার নামধারী বেশকিছু অছাত্র সিন্দাবাদের দৈত্যের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক ছাত্ররাজনীতির ঘাড়ে এমনভাবে চাপিয়া বসিয়াছে যে, সাধারণ ছাত্রদের এখন 'ত্রাহি মধুসূদন' অবস্থা। যেহেতু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাজনীতির ধরন সারাদেশকে প্রভাবিত করে সে কারণে গোটা দেশের ছাত্ররাজনীতিতে চলিতেছে ক্যাডাররূপী অছাত্র দৈত্যদের তাণ্ডব। অবস্থা এমন পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে যে, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি আবাসিক হল এখন ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ ক্যাডারীয় তাণ্ডবের কারণে ছাত্রশূন্য। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং অধিকাংশ কলেজের অবস্থাও তথৈবচ। এহেন পরিস্থিতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহাবস্থানের ব্যাপারে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতৈক্যের সংবাদ অবশ্যই হতাশার অন্ধকার মেঘের ফাঁকে প্রত্যাশার আলোর রূপালী রেখা হিসাবে গণ্য হইবার দাবি রাখে। জাতির এই প্রত্যাশাকে বাস্তব রূপ দিতে হইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরাইয়া আনিবার স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয়কে অবশ্যই অস্ত্র ও অছাত্রমুক্ত করিতে হইবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন উপাচার্য দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন উপলক্ষে অনেক ভাল ভাল কথা বলিয়াছেন; আশার বাণী শুনাইয়াছেন। আমরা এখন এইসবের কার্যকর রূপ দেখিতে চাই। জনগণ যদি তাহাদের অর্থে পরিচালিত একটি শিক্ষাঙ্গনে সুন্দর ও নিরাপদ পরিবেশ কামনা করে তবে সেই প্রত্যাশাকে কিছুতেই বাড়াবাড়ি আখ্যা দেওয়া যায় না।